দৈনিক ইনকিলাব 010

তারিখ: SEP 198[illegible]
পৃষ্ঠা: ৫ [illegible]

বাংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষা

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান

বাংলাদেশে পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলে দশ কোটি মানুষ বাস করে। আবার এই দশ কোটি সংখ্যাটিও স্থবির নয়। আয়তনে ছোট্ট কিন্তু প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। লোকসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ অন্যতম বড় একটি রাষ্ট্র। কৃষি ও শিল্পে আশানুরূপ উন্নতি ঘটেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও বহুল পরিমাণে অনগ্রসর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নদ-নদীগুলো এখানে। আগে খরস্রোতার কারণে নাব্যতা ছিল প্রচুর। পলি বহন করতো জমিতে। এখন স্রোত হারিয়ে নাব্যতা হারিয়েছে। পলির পরিবর্তে ভরাট হয়ে আনছে বন্যা। পরিণামে দুঃখ-দুর্দশা। দরিদ্র অবস্থা নিত্যসঙ্গী। একমাত্র দরিদ্র অবস্থা ও অলসতার কারণে এখনও শতকরা বিশ ভাগের বেশী লোক শিক্ষিত নয়। এই হিসাবের মধ্যে শুধু সাধারণভাবে লিখতে পড়তে জানা লোকও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, দেশের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে নিরক্ষতরতা সমস্যা আজও প্রতিকারের অপেক্ষায় রয়েছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও দেশ রক্ষা কার্যক্রমের ন্যায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম গ্রহণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একটা স্বাধীন জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে প্রধান প্রধান জাতীয় সমস্যা অনুধাবন, আধুনিক পদ্ধতি ও [illegible] গ্রহণ এবং আধুনিক জীবন-[illegible]নে অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে সে জন্য সরকার ও শিক্ষিত দেশবাসীকে বাস্তব অর্থেই তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের নিরক্ষরতার স্তর দারুণ লজ্জাজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং সভ্যতার এই চরম উৎকর্ষের যুগে এটা [illegible] কলংকজনক। কৃষি, [illegible] স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ [illegible] রাজনীতি—এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে সচেতনতা অর্জন করতে হবে এবং নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে। এই লক্ষ্যে সার্বিক সাফল্য অর্জনের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক বয়স্ক শিক্ষার প্রচলন।

বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশের শতকরা ২০ জন লোক শিক্ষিত। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ঐসকল মানুষদেরকে শিক্ষিত হিসাবে গণ্য করা হয়—যারা অন্ততঃ আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের নিকট চিঠিপত্র লিখতে, সাধারণ অংকে হিসাব নিকাশ করতে বা বুঝতে পারে। অবশ্য এ ধরনের শিক্ষিতের হার খুব সম্ভবতঃ এখনও আঠারোর ঊর্ধ্বে যাবে না। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর কোন দেশই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নিরক্ষতা দূর করার ব্যাপারে অমনোযোগী নয়।

এ কাজে সফলতা আনতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষার বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। বয়স্ক ব্যক্তিরা সমাজের মূল শক্তি। তাঁরা পরিবারের প্রধান। তাঁদের সিদ্ধান্তের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। এ জন্য বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ালে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক কলা-কৌশল অবলম্বনে ও আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ সহজ হয় এবং কুসংস্কার দূর হয়। নতুন সমাজ নির্মাণের কাজও অপেক্ষাকৃত নির্বিঘ্ন হয়। তুরস্কে মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক সঠিকভাবে এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই নিরক্ষরতা দূর করার ব্যবস্থা সেখানে দ্রুত তরান্বিত হয়। ফলে ২০ বছরের মধ্যে শিক্ষার হার সেখানে ষাট ভাগ অতিক্রম করে। সাম্প্রতিককালে বিদেশী শৃঙ্খলমুক্ত বহুদেশ বয়স্ক শিক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ইতিমধ্যে সরকার দেশব্যাপী অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা জনশিক্ষার আওতায় পড়ে। এতে দেশের মানুষের আন্তরিক সমর্থন আছে। তথাপি নানা ধরনের বাস্তব অসুবিধার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা এখনও বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয়নি। সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষার [illegible] বয়স্ক শিক্ষার জন্য ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ অত্যাবশ্যক। প্রাথমিক শিক্ষার ফল আস্তে আস্তে লাভ হয়, কিন্তু বয়স্ক শিক্ষার ফল সাথে সাথেই পাওয়া যায়। স্বাধীন দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত থাকা চরম অবমাননাকর। বর্তমানে অন্ধ, বোবা ও বিকলাঙ্গদের জন্যও আধুনিক বিশ্বে চমৎকার ব্যবস্থা আছে। অথচ আমাদের দেশে বয়স্ক কোটি কোটি মানুষ নিরক্ষর। এ বিষয়ে আমেরিকার পদক্ষেপ সত্যি প্রশংসনীয়।

বয়স্ক শিক্ষা প্রচলনের সহজ পদ্ধতি

সহজ বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। এই প্রচেষ্টা অবশ্য অতীতেও চালানো হয়েছে। কিন্তু তাতে চমক যতটা ছিল, ততটা বাস্তবভিত্তি ছিল না। ফলে, অত্যন্ত স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তা চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যা হোক, বয়স্কদের মধ্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারকল্পে মূল শব্দ (কি-ওয়ার্ড) এবং চিত্র-শব্দ (পিকচার-ওয়ার্ড) প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেয়া শ্রেয়। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে রচিত ডঃ ফেরদৌস খানের গ্রন্থ সহায়ক হতে পারে।

দেশের কৃষি সম্পর্কিত উৎপাদনের নানা পদ্ধতি ও নানা জাতের ফসলের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, নতুন নতুন ফসলের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, গৃহপালিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনের আধুনিক পন্থা প্রণালী, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, পরিকল্পিত পরিবারের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি নানা কিছু সহজ বাংলা ভাষায় কখনও সরাসরি, কখনও ছোটখাট গল্প কাহিনীর মাধ্যমে করা যায়।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম

বয়স্কদের শিক্ষার স্থান (বিদ্যালয়)ঃ বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রথমতঃ স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ বিনা পয়সায় বৈকালিক ও নৈশ বিদ্যালয় হিসাবে অনায়াসে ব্যবহৃত হতে পারে। উপরে উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও, স্থানীয় ক্লাব ঘর, কমিউনিটি সেন্টার, প্রয়োজনবোধে ব্যক্তি বিশেষের কাচারী বা দহলিজ বৈকালিক বা নৈশ বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বয়স্কদের জন্য শিক্ষকঃ

স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকদেরকে খণ্ডকালীন চাকরিদানের মাধ্যমে নৈশ ও বৈকালিক বিদ্যালয়ে বয়স্কদের শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত করা যায়। এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নেতৃত্বে রোভার স্কাউটের স্থানীয় সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় যুব রেডক্রস কর্মীদল (বিশেষ করে স্কুল কলেজের) শীত ও গ্রীষ্ম মৌসুমে এসব নৈশ বিদ্যালয়ে বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষক হতে পারে। বর্ষা মৌসুম অসুবিধাজনক বিধায় এ সময়টা প্রয়োজনবোধে তাদের কাজের বাইরে রাখা যায়।

তৃতীয়তঃ অনেক স্বেচ্ছা নিবেদিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকও শিক্ষক হিসেবে নিজেকে বৈকালিক ও নৈশকালীন সময়ে নিয়োজিত রাখতে অবশ্যই আগ্রহী হতে পারেন। এদের মধ্যে অনেকে আবার খণ্ডকালীন চাকরির মাধ্যমে একাজে ইচ্ছুক হতে পারেন। এ ছাড়াও সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে মাঠ পর্যায়ে সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার বহু মাঠ কর্মী (কয়েক লাখ) কৃষি, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত আছেন। বিভিন্ন বিভাগের এসব সম্প্রসারণ কর্মীরাও বয়স্কদেরকে শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন এবং কেউ কেউ স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে অথবা খণ্ডকালীন চাকরির মাধ্যমে বয়স্কদের শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত হতে পারেন।

বয়স্ক শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণঃ

শুধু লিপ-সার্ভিসে কোনো কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বয়স্ক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের বেলায় কিছু (স্বল্পতম) উপকরণ প্রদান একান্ত প্রয়োজন। বয়স্ক শিক্ষার জন্য তাদের শুরুর পর্যায়ে প্রধান প্রয়োজন বইপত্র ও শ্লেট-পেনসিল (এর সঙ্গে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে বাস্তবভাবে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বয়স্ক শিক্ষার্থীকে বইপত্র সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণজনিত উপকরণও সরবরাহ করা যেতে পারে)।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিগত ২য় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে জাপানে শিশুজন্মের প্রাচুর্য (child boom) পরবর্তী দেখা দেয়ায় সেখানকার শিল্পাঞ্চলগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে করা সম্ভব হয়েছিল। অনুরূপভাবে আমাদের দেশেও শিল্পাঞ্চল (Industrial Belts) অপেক্ষাকৃত সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বয়স্ক শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার প্রধান অন্তরায় দারিদ্র্য, মানসিক অবসাদ ও অলসতাঃ

বাংলাদেশে নিরক্ষর ব্যক্তিদের সংখ্যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সর্বাধিক। বস্ত্র ও বাসস্থানের কথা দূরে থাকুক, দরিদ্র ব্যক্তি বা দরিদ্র পরিবারের নিকট আশু ও প্রধান সমস্যাই হচ্ছে প্রতিদিনের অন্ন সংস্থান।

এহেন ব্যক্তি বা পরিবারের নিকট অক্ষরজ্ঞান লাভের অবসর বা অবকাশ কতটুকু? অন্ততঃ অন্ন চিন্তা মুক্ত মন পাওয়া না গেলে অক্ষরজ্ঞান শেখানো খুবই কঠিন কাজ। এজন্য নামমাত্র টিফিন সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হলে, তা দরিদ্র ব্যক্তির অক্ষরজ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে কিছু অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে। অন্যদিকে বয়স্ক শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অথচ নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিরা অনেক সময় বাড়তি ঝামেলা ও লজ্জার বিষয় বলে মনে করে। দরিদ্র ও সচ্ছল উভয় স্তরের বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের অলসতা ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বয়স্ক শিক্ষাদান কার্যে ও কার্যক্রমে বিশেষ বা বিরাট কোনো তত্ত্ব বা দর্শন জড়িত নেই। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্বের। যথার্থ উদ্যোগ ও সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়ন এখন সবচেয়ে জরুরী। এই কার্যক্রমের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা অত্যাবশ্যক।